গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

৫২ বর্ষ ❀ ১ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৪২১ ❀ আগষ্ট, ২০১৪

শ্রীকৃষ্ণ

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯০০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (প.ব.)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), STD-0532, ফোন ঃ-2500925/2434625
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-291709, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, কাহেলী পাড়া, কলোনী বাজার, বাড়ী নং-৬৬৫ বিনোভানগর এল. পি. স্কুলের বিপরীতে, পোষ্ট-বিনোভানগর, গুয়াহাটী-৭৮২১০১৮, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২।	শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশাবলী	—	৪
৩।	বাল্যকালে ধর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ	গৌড়ীয় ১১ বর্ষ, ২৭-২৮ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত	৫
৪।	কাঙ্গালী ভোজন কবে হবে?	গৌড়ীয় ৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা হইতে সংগৃহীত	৭
৫।	মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ	শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৮
৬।	পরিপূর্ণার্থতাং গতঃ (পরমপুরুষার্থের প্রাপ্তি)	শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	১০
৭।	হরিসেবা বিনা সকলই বৃথা	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	১১
৮।	শ্রীপুরুষোত্তম মঠে দ্বিদিবসীয় আলোচনাসভা	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ	১২
৯।	একটি তুচ্ছ ঘটনা	কৃষ্ণা দাসী (কলকাতা)	১৬

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫২ বর্ষ ❀ ১ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী সংখ্যা ❀ শ্রাবণ ১৪২১ ❀ আগষ্ট ২০১৪

সারকথা

সর্ব্বজনক কে?—

সবার জীবন কৃষ্ণ, জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব ব্যর্থ তা'র ॥
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৬

সুপুত্র কে?—

'জগতের পিতা কৃষ্ণ' সর্ব বেদে কয়।
পিতারে সে ভক্তি করে, যে সু-পুত্র হয় ॥
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৩৭

পিতৃদ্রোহী কে?—

জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।২০২

লক্ষেশ্বর কে?—

প্রভু বলে, "জান, 'লক্ষেশ্বর' বলি কারে?
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে ॥
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।১২১

ধনবান কে?—

অদ্য খাদ্য নাহি যা'র—দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে সে-ই সে ধনবন্ত ॥
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।১১৫

সদাচার কি?—

তাহারে সে বলি ধর্ম, কর্ম, সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার ॥
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৪

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশাবলী

১। আজকাল কতগুলি লোকের এমত একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৎস্য-মাংস ভোজন না করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত নর-শরীরের বল ও ইন্দ্রিয় শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তারদিগের পরামর্শ, মৎস্য-মাংস-ভোজীদিগের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশিক কুসংস্কার হইতে ঐ বিশ্বাস জন্মলাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগলালসা প্রযুক্ত ঐ মতে নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্মদেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্য-মাংস ভোজনের প্রবৃত্তিকে উত্তেজন করেন। তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য-সন্তানগণ পৈতৃক খাদ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় দ্রব্য-সকল আহার করত ক্রমশঃ হীনবল ও বিগত বীর্য্য হইতেছেন। (সজ্জন তোষণী ১০।৯)

২। গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে, এরূপ নয়; কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমানসূচক ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশও করিবে না। মিষ্টবচন, নম্রতা, উপযুক্ত সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচারের দ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায় আচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে।

(শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২য় বৃষ্টি, ২য় ধারা, ৮৫ পৃঃ)

৩। ঈশ্বর-বিশ্বাস মানবজাতির একটি সাধারণ ধর্ম্ম। অসভ্য বন্য জাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশু-মাংস সেবন দ্বারা কালাতিপাত করেন, তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র, বৃহৎ পর্বত সকল, তথা বড় বড় নদ-নদী প্রকাণ্ড তরুসকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করে।

(শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম বৃষ্টি, ১ম ধারা, ৭ পৃঃ)

৪। সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাঁহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসংকল্প হন, তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়াও অতি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যায় আশ্রয়—নিতান্ত মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চময়, এখানে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবত্তত্ত্বের জয় হয়, ততদূরই মায়াজনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সত্যের উন্নতির যত্ন হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া সেখানে অগ্রসর হয় এবং সত্যের প্রতিরোধে নানাপ্রকার দুষ্ট আচরণ করিয়া থাকে,—ইহাও ভগবানের ইচ্ছা; কেন না বিপরীত বস্তুর ক্রিয়ার উদয় না হইলে যথার্থ তত্ত্ববল লাভ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না; তদ্রূপ মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের উদ্যম না হইলে সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাভ হয় না।

(সজ্জন তোষণী ৮।১)

৫। স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয় এবং অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয়। যতদিন ভক্তি বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যত সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা সমস্তই তাহাদিগের কর্ণপথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যত ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কর না কেন, যত ভক্তিকথা আলোচনা কর না কেন, তাহাদের নিজ কর্ম্মদোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা বা আলোচনায় কিছু ফল হইবে না। দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই নাম-মহিমার শ্রবণে তাহাদিগের যে সুকৃতি সমুদিত হইবে—নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে নামের কৃপাক্রমে জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইবে। (সজ্জন তোষণী ১৫।১)

বাল্যকালে ধর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ

(গৌড়ীয় ১১ বর্ষ, ২৭-২৮ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত)

ইংরাজী ১৯৩০ সনের ১লা জুলাই। পুরীর শ্রীপুরুষোত্তম মঠের জগমোহনে শ্রীল প্রভুপাদ উপবিষ্ট আছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু গৌড়ীয়-সম্পাদক ও মঠস্থ কতিপয় ব্রহ্মচারী উপস্থিত আছেন। এতদ্ব্যতীত স্কুল ও কলেজের দুইজন ছাত্র যাঁহারা মঠে অবস্থান করেন, তাঁহারাও তথায় উপস্থিত আছেন। সেই ছাত্রদ্বয় কতটা শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্যের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ প্রশ্ন করিয়া তাহা পরীক্ষা করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ—আচ্ছা, ন—তোমাকে যদি প্রশ্ন করি, তুমি যে এতদিন শুন্‌ছ, মহাপ্রভুর বিষয়ে তোমার কি ধারণা হ'য়েছে? শ্রীচৈতন্যদেব কে বল দেখি?

ছাত্র—তিনি ভগবান্।

প্রভুপাদ—তাঁর বিষয়ে তুমি কি কি জান?

ছাত্র—(নীরব)

প্রভুপাদ—ভগবানের সহিত মানুষের সম্বন্ধ কি?

ছাত্র—(নীরব)

প্রভুপাদ—বহু পূর্ব্বের কথা। যজ্ঞেশ্বর বসুর বাড়ী ছিল বাগগঙ্গায় আর দীনবন্ধু সেনের বাড়ী ছিল ইছাপুরে। এরা ছিলেন ইন্‌স্‌পেক্‌টর। এই দুই ব্যক্তির ইচ্ছা ছিল, অত্যন্ত শিশুদিগকে পরমার্থ শিক্ষা দেওয়া হউক—যেমন, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের বালকেরা ধর্ম্মের কথা শিক্ষা করে। যজ্ঞেশ্বরবাবু ও দীনবন্ধুবাবুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কতকগুলি পুস্তক লিখেছিলেন। বৈষ্ণব গৃহস্থগণের ছোট ছেলেপিলেরা যা'তে প্রথম থেকেই ধর্ম্মের কথা শিক্ষা ক'র্‌তে পারে। পুস্তকের নাম দিয়েছিলেন—'ধর্ম্মশিক্ষা'। বিভিন্ন স্তরের শিশু পাঠকগণের জন্য 'ধর্ম্মশিক্ষা' প্রথমভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয়ভাগ রচিত হ'য়েছিল। সবগুলিই ছাপা'ন হয় নাই, manuscript (পাণ্ডুলিপি) তৈয়ারী ছিল। manuscript গুলি কোথায় আছে, আপনি (গৌড়ীয় সম্পাদককে লক্ষ্য করিয়া) তা' খুঁজে নিতে পারেন। (ছাত্রকে লক্ষ্য করিয়া) বলত—মহাপ্রভু ব'ললেই বা কি বুঝায় আর ভগবান্ ব'ল্লেই বা কি বুঝায়, কা'কে ভগবান্ বলে?

ছাত্র—সকলেই যাঁ'কে পূজা করে, তিনিই ভগবান্।

প্রভুপাদ—(কলেজের ছাত্রটির প্রতি) এই কথাগুলির মধ্যে কি অভাব থাক্‌ল, বল দেখি?

কলেজের ছাত্র—(লজ্জায় অধোবদন)

প্রভুপাদ—তা' হ'লে ভগবান্ কি লজ্জাবৃত, বা ভগবানের সেবকগণ কি লজ্জাদ্বারা আবৃত? অ—চক্রবর্ত্তী যে স্কুলে প'ড়্‌তে গিয়াছে, তা'দের প্রতিও বোধ করি, এই সকল প্রশ্ন হয়। আমরা যখন স্কুলে প'ড়্‌তাম, তখন আমাদের Physics পড়াতেন C. Little সাহেব। তিনি কিন্তু নিজে Mathematics-এর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একবার, দু'বার, তিনবার reading প'ড়তেন। প'ড়েই ব'ল্‌তেন 'তোমরা বোধ করি, বুঝতে পেরেছ?' তিনি First, second, third ছাত্রদের নাম list ক'রে রাখ্‌তেন। আর সেই তালিকা দেখে' প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতেন। একদিন তিনি ক্লাসের বাইরে কএকটি ছেলেকে বাইবেলের কএকটি উপদেশের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই সেই কথা ধ'রতে পা'রলো না। কেউ কেউ বা সে সকল কথা

আলোচনা ক'রতে লজ্জা বোধ ক'রলো। আমি কিন্তু সাহেবের সম্মুখীন হ'য়ে ব'ল্লাম—আপনাদের শাস্ত্রে যে "Give us our daily bread" প্রভৃতি প্রার্থনা আছে, তা' এদেশের বিদ্ধ-শাক্তেয়বাদিগণের বিচারের ন্যায়। যিনি পরমেশ্বর, যিনি ভগবান্ তিনি আমাদের বহির্ম্মুখতার সেবক ন'ন। পরমেশ্বরের নাম ক'রে যাঁ'রা তাঁ'কে দিয়ে নিজের সেবা করা'তে চান, তাঁ'দের হৃদয়ে 'ভক্তি' ব'লে কোন জিনিষ নাই। ভক্তির যিনি বিষয়, তিনিই ভগবান্।

(ছাত্রটিকে লক্ষ্য করিয়া) মহাপ্রভুকে তুমি ভগবান্ ব'ল্ছ। সেই ভগবানের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি স্বাধীন্, তিনি স্বরাট্। আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট অতি শিশুকাল হ'তে মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্যের কথা শুনেছি। তিনি ব'ল্তেন—ভগবানের অহৈতুকী সেবার বৈশিষ্ট্যে যা'দের লোভ, রুচি ও আদর আছে, তা'রাই অনভিজ্ঞতা অতিক্রম ক'র্তে পারে। তিনি আমাদিগকে খুব শিশুকাল হ'তে হরিনাম করবার প্রণালী শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমাদের অতি শিশুকালেই নামাপরাধ, নামাভাস ও নামের বৈশিষ্ট্যের কথা শুন্বার অবসর হ'য়েছিল। তিনি খুব বেশী লেখা-পড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ব'লতেন—বেশী লেখাপড়ার গরমে লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে যায়—অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়। হরিসেবার অনুকূল শিক্ষা না হ'লে সেই শিক্ষার কোন মূল্য নাই।

ছাত্র—লেখাপড়া না শিখ্লে কি ক'রে শাস্ত্র পড়া যা'বে?

প্রভুপাদ—আমরা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও পরমহংস-বাবাজীর আদর্শ চরিত্র দেখেই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শিক্ষা ক'রেছি। ধাতু-প্রত্যয় বা ব্যাকরণের পাণ্ডিত্য-দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না। যদি হোত, তা'হ'লে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝ্তে পার্তেন। পৃথ্বীধর শর্ম্মা আমাকে 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' পড়িয়াছিলেন। আমি তাঁ'র কাছে তিন মাসে সমগ্র ব্যাকরণ সমাপ্ত ক'র্লাম। তিন দিনে 'সন্ধি' পড়া শেষ হ'য়ে গেল দেখে' তিনি আমাকে ব'লল্লেন—"এত শীঘ্র সন্ধি-পাঠ শেষ করা উচিত হয় নাই—আমাদের অনেক সময় লেগেছিল। কাশীতে জীবনাবধি পাণিনি প'ড়তে হয়। পাণিনি প'ড়তে প'ড়তে মৃত্যু হ'লে মোক্ষ-লাভ হয়।" আমি তখন আমার অধ্যাপককে ব'ললাম,—"তা'হ'লে আজ থেকেই আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রলাম। **আমার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাকরণ পাঠ বা মোক্ষলাভ নয়। আমার জীবনের ব্রত—হরিভজন ও হরির প্রীতি-লাভ।**" তাঁ'র সঙ্গে এই মতভেদ হওয়ায় পাণিনি পড়া সেদিন থেকেই ছেড়ে দিলাম। তখন আমি অধ্যাপনা ক'রছি, আমার সারস্বত-চতুষ্পাঠী আছে। আমরা অতি বাল্যকাল থেকে শ্রীরূপের ভৃত্যানুভৃত্যের দাসত্ব কর্বার জন্য লোভ-বিশিষ্ট হ'য়েছি। কৃষ্ণসিংহের গলিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্ববৈষ্ণব সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সভার প্রতি রবিবারে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ ব'য়ে নিয়ে যেতাম। তিনি সভায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর যে-সমস্ত ব্যাখ্যা ক'রতেন, সে সমস্ত কথা ব'ল্তে এসেছিলেন, তা' তাঁ'র সময়ের কেউ গ্রহণ ক'রতে পারে নাই। বিশ্ববৈষ্ণব সভায় অনেক প্রাকৃত-সহজিয়া আস্তেন। তাঁ'দের হৃদয় নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ ছিল।

ভ্রম সংশোধন

ভক্তিপত্র ৫১ বর্ষ ১২শ সংখ্যার ১০-১১ পৃষ্ঠায় 'সেবাসচিব মহোদয়ের লণ্ডন প্রচার, শীর্ষক article-এ 'জুলাই'-এর স্থানে 'জুন' পড়িতে হইবে। এই মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

কাঙ্গালী ভোজন কবে হবে?

(গৌড়ীয় ৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা হইতে সংগৃহীত)

শ্রীগৌড়ীয়-মঠে বাৎসরিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। নানাদেশ হইতে অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারক, স্বয়মাদর্শ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সকলেই সগণ প্রত্যাগমন করিতেছেন। নিমন্ত্রিত, ভদ্রসন্তান ও ভদ্রমহিলাগণও ভগবদ্‌ভক্তি-রস-পিপাসা লইয়া আশ্রয়ে আগমন করিতেছেন। নিঃস্বার্থ, সেবাপরায়ণ সেবকমণ্ডলী, সকলেই অনাবিল আনন্দে, অকপট সেবাবৃত্তিতে, অবিরাম পরিশ্রমে,—আহূত, অনাহূত, ভক্ত, অভক্ত, বিষয়ী ও বিরক্ত—সেবোন্মুখ, সকলকেই হরিকীর্ত্তনদ্বারা সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ-কথার, কৃষ্ণগুণ-গাথায় ও নাম-সংকীর্ত্তনে সকল হৃদয়ের আনন্দ-উৎস উছলিয়া উঠিতেছে! বিস্ময়াবিষ্ট পথিকও তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া, গন্তব্য ভুলিয়া স্তব্ধ হইতেছেন।

এমন সময় সহসা কে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বলি, হ্যাঁ গা, **মঠে কাঙ্গালী ভোজন কবে হবে?**" উত্তর দিব কি! অহো, এই প্রশ্নেই, আমি অপর ভাবে আপনাকে যে হারাইয়া ফেলিলাম! আপনার মনের দিকেই চাহিলাম। তাহারই সঙ্গে ইহার একটু বুঝা-পড়া আরম্ভ হইল।

বলি হ্যাঁ রে অবোধ মন, সত্য বল্ দেখি,—তুই কিসের কাঙ্গাল; কি তোর অভাব, কি চা'স্? হায়, হায়,—তুই যে তোর এই জড় ইন্দ্রিয়গুলিকেই কেবল পরিতৃপ্ত কর্ত্তে চাস্; তাদের দুষ্ট ক্ষুধায় ইচ্ছামত ভোগ-সুখেরই অভাব অনুভব করিস্; আর, তাহা যথেষ্টরূপ যোগাইতে না পারিয়া তাহারই তরে আপনাকে কাঙ্গাল ভাবিস্! সত্য নয় কি? কবে কাঙ্গালী ভোজন হইবে; কবে বিবিধ উপচারে, বিবিধ উপাদেয় উপাদানে রসনায় সুখ-সাধন করিতে পারিব,—অন্বেষণ কেবল তাহারই! সুপক্ক-সুফল-শোভিত সুন্দর রসাল-তরুমূলে আসিয়া, তোর অনুসন্ধান পড়িয়াছে পক্ক আম্‌ড়ার! তুই তাহাই জানিস্; তাহারই রসে তো রসনা মজিয়া আছে। তুই মনে করিতেছিস্,—তাহাতেই তোর তৃপ্তিলাভ হইবে; রোগ-জনিত অরুচিটা কাটিবে; খাইয়া মাখিয়া সুস্থ হইবি। কিন্তু, ভুল তোর এ'টা; মহাভুল! তুই ভাবিস্ না,—ঐ অপথ্য অম্লরসে তোর দাঁত আম্‌লাইয়া যাইবে; রোগ বাড়িবে; আর কোনও উপাদেয় বস্তুর আস্বাদ লইতে পারিবি না, মরিবি! ভোগ-বাসনার বশে মহাপ্রসাদকে সামান্য রসনা-সুখ ভোজ্য-জ্ঞানে ভোজনের ফলও তাহাই! অবোধ মন, এখানে তোর কাঙ্গালী-বিদায়ের সন্ধান লওয়া বৃথা! তুই যার কাঙাল তাহা ত' পথে ঘাটেও মিলে; পশুতেও উপভোগ করে তার জন্য মঠে আসিতে হইবে কেন? হাঁ রে,—কৃষ্ণৈক শরণ মহাজন-সেবিত, মহাতীর্থ ঐ মঠের যে আহ্বান, ঐ মঠের যে নিমন্ত্রণ, তাহা কি তোর জড়ীয় রসে জড়-ইন্দ্রিয় তর্পণ জন্য? শিশুকে রোগনাশন ঔষধ সেবন করাইতে পুত্রবৎসলা কর্ম্মকুশলা মাতা লড্ডুকের লোভ দেখান্; তথায় কি সেই লড্ডুকই লক্ষ্য? তা' নয় রে, তা নয়! মূল লক্ষ্য তাহার অন্তরালে অবস্থিত! এখানেও ঐ বিষ্ণুক্ষেত্রে, ঐ মহাতীর্থে, শ্রীগৌর-মুখামৃত-মধু মহাপ্রসাদ ভোজনের অভ্যন্তরেও, **মহাপ্রভুর ভজনই সর্ব্বময়** হইয়া বিরাজমান! তাহাই অখিল জগতের মূল লক্ষ্য, মূল প্রয়োজন! তাই বলি, আয় মন, আয়, যদি শ্রেয়ঃ লাভ করিবি,—আয়,—ভোজনের কাঙ্গাল হইয়া নয়, ভজনের কাঙ্গাল হইয়া আয়, আর পরমাপাবন ভাগবত-জনের চরণে লুঠিয়া মাথায় তুলিয়া নে,—

"ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত —এই শেষ তিন সাধনের বল ॥"

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)

স্থান ঃ ডিমাকুচি (আসাম), নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি; তাং ঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করে আজ আমরা যে স্থানে উপস্থিত হয়ে সভা সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছি, সভাতে আমরা আহুত হয়ে এখানে আমাদের ভগবানের কথা কীর্ত্তন করতে এসেছি।

বিশ্বশান্তির প্রস্তাব—এই সমস্ত বড় জিনিস নিয়ে চিন্তা করছেন যেখানে সাধারণ লোক সেখানে ভক্তরা ভগবানের ভক্তির কথা প্রবল আগ্রহ সহকারে প্রচার করে চলেছেন।

''কৃষ্ণের স্বরূপ, আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান।
যাঁর হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান।''

(চৈঃ চঃ আঃ—২।৯৬)

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান। ভগবান অনন্ত শক্তিমান তাতে জীবশক্তি, চিদ্‌শক্তি, মায়াশক্তি নাম। জীবনে দেখা যায় ভগবান অনন্ত শক্তিমান হয়েও আমরা তাঁর পরিচয় করতে পারি না কেননা, আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব সেজন্য আমরা ভগবানের দ্বারা প্রবর্ত্তিত জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি আর চিদশক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। চিদ্‌শক্তির দ্বারা তাঁর নিজের বৈকুণ্ঠ জগৎ, জীব শক্তির দ্বারা সাধারণ জীবজগৎ, যেখানে জগতের হানিলাভ, জগতের মায়িক যে ধাম এই ধামের পরিচয় এবং এই ধামে কেমন করে চলতে হয় এসমস্ত কিছু এসে যায়। আর মায়াশক্তি হচ্ছে Material creation এই Material Place–এ। এই Material Place–এ আমরা সর্বদা আছি, আর এই Material Place থেকে আমরা যা করছি যা বলছি যা শুনছি সব আমাদের মনুষ্য জীবনের অনুভব। মনুষ্য জীবন সুষ্ঠভাবে পালন করতে গিয়ে যেটুকু অনুকূল বা যেটুকু প্রতিকূল এই দুই বিচার আমরা নিয়েছি। অনুকূল এবং প্রতিকূল বিচার যদি আমরা না করি তাহলে সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান হতে পারে না। জগতে যত যত মনীষিগণ এসেছেন তারা এই ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বাসুদেব কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

(ভাঃ ১।২।৮)

আমরা ধর্ম্মের জীবন যাপন করবার জন্য চেষ্টা করছি এবং এই ধর্মটা যত সুষ্ঠভাবে করবার চেষ্টা করি না কেন বাসুদেবের কথায় যদি রতি মতি লাভ না হয় তাহলে সব শ্রমই অসার হবে, এত করেও শেষে অশান্তি থাকবে। সেই যে ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন করে আমরা যদি সুন্দর Society রচনা করতে পারি তবে সবকিছু আছে না হলে এগুলো লাভ করেও সব হারাবে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এগুলো স্বাভাবিক ধর্মের জীবনে লাভ হয় কিন্তু পারমার্থিক জীবন লাভ করতে গেলে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বাসুদেব-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

এজন্য ভগবানকে আমরা জানতে পারি তাঁর কথা আলোচনার দ্বারা, চিত্তকে জাগরণ করাতে পারি তাঁর মহীয়ান গুণাবলীর আলোচনার দ্বারা। আমরা ভগবানের সেবক সত্ত্বায় স্থির হয়ে ভগবানকে আনন্দ দিতে পারি এবং অন্যকেও দিতে পারি। ভগবানের কথা শোনা ভগবানের কথা বলা এবং ভগবানের কথায় নিজেকে তৈরী করা আমাদের দায়িত্ব এবং এই দায়িত্ব নিয়ে আমরা চলছি। কমবেশী সকলেই আমরা ভগবানকে ভালোবাসি এবং ভগবানকে ভালোবাসার অর্থ কি? ভগবানের কথায় ভগবানের শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভগবানের কথা নিষ্ক্রিয়ভাবে শ্রবণ না করে সর্বসত্তা দিয়ে ভালোবেসে তাঁকে শ্রবণ কীর্ত্তন করতে হয় এবং এই রোগের চিকিৎসা করতে গিয়েই আমাদের সভা সমিতি করার দরকার আছে কেননা, আমরা বিভিন্ন ধরণের কথা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন জিনিস আস্বাদন করি। কিন্তু—

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদযশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥

(ভাঃ ১১।৩।৩০)

এবং এইভাবে হলে তবে এটা স্থিরীকৃত হয় তখন।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

ভাগবত শাস্ত্রে বলছে যে ভগবানকে ভালোবাসতে গেলে ভগবানের ভালোবাসার বস্তু যে ভক্ত তার গুণকথার আলোচনা হওয়া দরকার।

সর্বশাস্ত্রাব্ধিপীযুষ সর্ববৈদৈকসৎফল।
সর্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য সর্বলোকৈকদৃকপ্রদ ॥

এই যে ভগবানের কথার Successfully শ্রবণ কীর্তন করতে গেলে শ্রীমদ্ভাগবত যে 'সর্বশাস্ত্রাব্ধি পীযূষ' তাঁকে শ্রবণ কীর্তন করতে হবে। কত উপনিষদ পুরাণ রচনা করেও বেদব্যাস শান্তি পান নি সেজন্য আমরাও কখনও শান্তি পাব না যদি তাদের কথা আমাদের চিত্তে স্থান না পায়। ভগবানই শাস্ত্ররূপে এসে হরিগুরুরূপে এসে আমাদের ধরা দিবেন যদি আমরা এগুলো করতে লিখি। 'সর্বশাস্ত্রাব্ধি পীযুষ' মানে সর্বশাস্ত্রকে মন্থন করা হয়েছে এই ভাগবতে। সর্বভাগবত-গণের প্রমাণ স্বরূপ অর্থাৎ ভক্তগণ এই ভাগবতকে হৃদয়ে ধারণ করেন। সর্বলৌকৈক দৃকপ্রদ—এতে সব লোকের দিগ্‌দর্শন খুলে যায় এবং সবই সবাইকে যথার্থভাবে দেখতে শেখে, সর্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য—সর্বসিদ্ধান্তের সারাৎসার। এইরকম যদি আমরা জানতে শিখি তাহলে আমাদের সমাধান আসবে, নাহলে সমাধানের কোন কথাই নাই। আমরা বুঝতে পারি না কোনটা কিসের জন্য বলা হয়েছে কিসের জন্য করতে হয়, এগুলো বুঝতে শিখলে সর্বলোকের দিগ্‌দর্শন খুলে যায়। সর্বলোকের দিগ্‌দর্শন খুলে যায় মানে সবার মধ্যে যে একটা সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধি আছে যার discussion হলে এইসব কথার আলোচনা হলে তখন সকলের ভ্রম ভেঙে যায় আর বাস্তব বস্তুর রাস্তা প্রস্তুত হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তিত—এই শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তিত হয়ে ভাগবতরূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হন আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। এখন যদি আমরা নিজেকে প্রস্তুত না করি যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হওয়ার পথে থাকি ততক্ষণ এইসব কথার উপলব্ধি হয় না। যখন প্রকৃত-ভাবে আমরা ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে শরণাগত চিত্তে যখন সেই জিনিসটাকে আহ্বান করব তখন সেই জিনিসটা উপলব্ধি হয়। সেজন্য সবসময় আমাদের ভক্ত ভগবানের জয় দিয়ে চলতে হবে। ভগবদ্ভক্তগণের চরণকমলে এসে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা না পৌঁছাই ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের যে—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২)

এই যে অবস্থা অনেক কষ্ট স্বীকার করে অনেক ধ্যান ধারণা করে আরোহবাদে যতক্ষণ আমরা থাকি ততক্ষণ বুঝতে পারি না। অবরোহবাদে যখন আমরা ভগবানকে চাই তখন জগতে যতকিছু জিনিস রয়েছে গুহ্য সব প্রকাশ পেয়ে যায়। অবরোহবাদে অর্থাৎ এই যে নেমে এসেছে বাস্তব সত্য ভগবান তিনি নেমে এসেছেন অবতাররূপে তাই তাঁকে আমরা জানতে পারি। ভাগবত সমস্ত শাস্ত্রের সার নিয়ে নির্যাসরূপে আবির্ভূত হয়েছেন বলে তাকে জানতে পারি ভাগবতের দ্বারে। এইজন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা আরোহ-পথে থাকব অবরোহবাদের সত্যকে উপলব্ধি করতে পারব না, কোন জিনিসটা পূজ্য কোন জিনিসটা পূজ্য নয়। সেবা করলে নিত্য সুখী হতে পারব এটা জানতে পারব যখন আবির্ভূত সত্য যে সমস্ত জিনিস ভগবানের নাম ভগবানের ধাম ভগবানের অবতার এবং বিভিন্নপ্রকার ভক্তগণের যেসব আলোচ্য বস্তু হয় সেগুলো জানতে পারলে আমাদের যত দুঃখ, অনর্থ যত misgrievance যে আছে সব চলে যায়। সেজন্য আমরা যথার্থভাবে সম্মেলন করতে পারি এছাড়া বিশ্বশান্তির আর কোন উপায় নাই। কেননা যেখানে Many men many minds এইরকম অবস্থা যেখানে সেখানে বিশ্রী কথার বিশৃঙ্খলতা। সুশ্রী কথার মধ্যে সুশৃঙ্খলতা আনতে গেলে বেদ বিহিত ভাগবত বিহিত যে সব ধর্ম তা পালন করতে হবে। ''ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'' ভগবানের রাজ্যে আমরা কখন পৌঁছাই যখন ভগবানের ভক্তগণের সঙ্গে সমবেত হয়ে চলতে শিখি। এই বিশ্বের যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের ভক্তগণ। তাদের রাস্তায় যেতে গেলে ভাগবতের শিক্ষাদীক্ষাকে হৃদয়ে স্থান দিতে হবে।

তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

ভগবানের কথা শ্রবণ থেকেই শুরু হয় এ রাজ্যে প্রবেশের যাত্রা সেজন্য আমাদের সবকিছুর সম্ভাবনা আছে। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ বা মহাজনগণ যে পথে গমন করে প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন—যদি আমরা সে সব প্রাতঃ স্মরণীয় ভক্তগণের চরণ আভিবাদন করতে করতে সেই স্থানে উপনীত হতে পারি, তাহলে গোলকের পথে উত্তীর্ণ হয়ে চিন্ময় সেবানন্দ লাভ করতে পারি।

পরিপূর্ণার্থতাং গতঃ (পরমপুরুষার্থের প্রাপ্তি)

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

উপরোক্ত শ্লোকাংশটি ষড়গোস্বামীগণের অন্যতম, ভক্তিজগতে 'বড় গোসাঞি' নামে পরিচিত শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ বিরচিত 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত' গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত। সংস্কৃত ভাষায় দেখা যায় 'পঞ্চত্বং গতঃ' শব্দে যেমন মৃত্যুলোক প্রাপ্তিকে বোঝায়, তদ্রূপ 'পরিপূর্ণার্থতাং গতঃ' অর্থে পরিপূর্ণ অর্থলাভ বা গোলক প্রাপ্তিকে বোঝায় অর্থাৎ যার উপরে আর কোন লাভ নাই। জনশর্মা নামক এক মাথুর ব্রাহ্মণ কিভাবে সাধনফলে গুরুকৃপালাভ পূর্বক গোলকে কৃষ্ণসেবা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই সঙ্গে পরমানন্দের চরমসীমা প্রাপ্ত হয়েছিলেন—সেই প্রসঙ্গে এই শব্দ সমষ্টির প্রয়োগ। শ্রীরাধারাণীর উপদেশে স্বরূপ নামক গোপকুমার নিজশিষ্য জনশর্মাকে এইরূপ কৃপা করেছিলেন। এইভাবে তার পরম পুরুষার্থ লাভ হয়েছিল।

ইহ জগতে সুখ বা আনন্দ প্রাপ্তি প্রত্যেক মানুষের একমাত্র কাম্য এবং এই সুখের চেষ্টায় মানব ব্যস্ত। বেদ-উপনিষদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে সুখই পুরুষার্থরূপে বর্ণিত হয়েছে। স্তর বা অধিকার ভেদে ঐ পুরুষার্থ চতুর্বিধ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। গ্রন্থ চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ পুরুষার্থ মুক্তিকে নবম পদার্থরূপে বর্ণন করে ভগবৎ প্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ চতুবর্গ ধিক্কারী এই প্রেম পুরুষার্থ শিরোমণি। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ এই পঞ্চম পুরুষার্থকেই পরম ফল হিসাবে এই শ্লোকাংশ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয় সকল মাধুর্যের ধূর্য্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভই ঐ পরম পুরুষার্থ। শ্রীভগবৎ সেবাভিন্ন শ্রেষ্ঠ অর্থ বা শ্রেষ্ঠ লাভ আর কিছুই নাই। ভগবৎ সেবা লাভেই পরিপূর্ণ অর্থ লাভ বা সর্বফল লাভ। এই ফল লাভ খুব অল্পভাগ্যবিশিষ্ট জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না। ধর্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের জালে বেশীরভাগ জীব আবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে চর্তুবর্গ মুক্তি লাভ অল্প সংখ্যক লোকের ভাগ্যে জোটে। আর ভগবৎ প্রেম-লাভের ভাগ্য দুর্লভ হতে দুর্লভতর।

কৃষ্ণপ্রেম লাভেই জীবের পরম আনন্দ বা সুখপ্রাপ্তি। ব্রজবাসী রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ শ্রীগোপীজনবল্লভের পাদপদ্মে ভক্তিযোগকেই পরম পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করেছেন। যে সুখের মধ্যে দুঃখ মিশ্রিত থাকে তা কখনই পরম পুরুষার্থ হতে পারে না। এই সংসারে যা কিছু সুখ তা দুঃখ মিশ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় ঐগুলি 'অমিশ্র আনন্দ' নয়। দুঃখ মিশ্রিত আনন্দ এবং পরিণামে ভয়ঙ্কর। মুক্তিতে দুঃখ নাই সত্য সুখের বিচিত্রতা ও ঘনত্বও নাই। তা একমাত্র ভগবৎপ্রেমে রয়েছে। এই প্রেমলাভকেই পরম পুরুষার্থ রূপে শাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃবর্ণন করেছেন। তবে যে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকে পুরুষার্থ বলা হয় তা গৌণমাত্র। বস্তুতঃ ভক্তিরূপ পরমানন্দ লাভই পরম পুরুষার্থ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্ত্য পরমানন্দ বিগ্রহস্বরূপ। তাঁর পদরজ প্রাপ্তি জীবের পরম পুরুষার্থ। এটাই বাস্তব অর্থ।

শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ তাঁর প্রীতিসন্দর্ভ গ্রন্থে পুরুষার্থকে তিনটি স্তরে বর্ণন করেছেন। তাঁর মতে সুখই পুরুষার্থ। ধর্ম-অর্থ-কামের সেবায় কিঞ্চিৎ সুখলাভ হলেও তা প্রকৃত সুখ নয়, সুখের আভাসমাত্র। সংসার বদ্ধাবস্থায় এই পুরুষার্থ জীব লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করে। অজ্ঞজীবের পক্ষে এটা পুরুষার্থ কিন্তু মুক্তিতে কেবল সুখ রয়েছে এবং আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি রয়েছে, তাই ত্রৈবর্গিক সুখ হতে এই সুখ উন্নত। এই জাতীয় সুখপ্রাপ্তিকে শ্রীল জীব-গোস্বামীপাদ পরম পুরুষার্থ বলেছেন। সেই সঙ্গে প্রিয়ত্ব ধর্মবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি যে ভগবান তাঁর সাক্ষাৎকারকে পরমতম পুরুষার্থরূপে নির্ধারণ করেছেন। সমগ্র ভগবৎ-তত্ত্বের পরমতম প্রকাশ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সর্বআদি, সর্ব অংশী, রসিকশেখর। তাঁর দর্শন বা সেবালাভ যে সর্বোপরি এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তাই শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁর বর্ণনে ''পরিপূর্ণার্থতাং গতঃ'' শব্দ সমষ্টির ব্যবহার করেছেন।

হরিসেবা বিনা সকলই বৃথা

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)

যে প্রাণ শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে আকৃষ্ট হয় না, সে প্রাণ বৃথা। যে অর্থ ভগবানের নিজজনের হাতে অর্পিত হয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত না হয়ে কেবল অনর্থই প্রসব করে, সে অর্থ বৃথা। যে বুদ্ধি শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবানন্দ লাভে সহায়ক না হয়ে শুধু জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, সে বুদ্ধি বৃথা। যে বাক্য কৃষ্ণ ও তৎভক্তগণের গুণানুবর্ণনে নিযুক্ত হয় না, সে বাক্য বৃথা।

মানুষ উত্তম কুলে জন্মলাভ করে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম বিমুখ হলে সেই জন্ম বৃথা। যাবতীয় ঐশ্বর্য ভগবানের সেবায় না থেকে অপরাপর কাজে নিযুক্ত হয়, তবে সেই ঐশ্বর্য বৃথা। যে পাণ্ডিত্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী কীর্ত্তনে নিযুক্ত নহে, সে পাণ্ডিত্য বৃথা। যে সৌন্দর্য্য সুন্দর সুন্দর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপদনখ সৌন্দর্য্য দ্বারা অভিষিক্ত নয়, সেই সৌন্দর্য্য বৃথা।

যে ইন্দ্রিয়বর্গ হৃষীকেশ গোবিন্দ সেবনে উন্মুখ নয়, সেই ইন্দ্রিয়বর্গ বৃথা। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়— ''কৃষ্ণসেবা বিহীন অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ফল।''

১। ভোগরত চক্ষুর ব্যর্থতা—

''বংশীগানামৃত-ধাম লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২।২৯)

অর্থাৎ বংশীগানের অমৃতধামস্বরূপ, লাবণ্যরূপ অমৃতের জন্মস্থানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন যে নেত্রে দর্শন হয় না, সেই নেত্রের আধাররূপ মস্তকে বজ্রাঘাতই বাঞ্ছনীয়।

২। ভোগরত কর্ণের ব্যর্থতা—

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২।৩১)

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্য-বিনোদ বাণীই কৃষ্ণের মধুর বাণী। এ অমৃত সমুদ্রে লহরী সদৃশ। যে কর্ণকুহরে এই ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রবেশ করে নাই, সেই কর্ণরন্ধ্র কাণাকড়ি ছিদ্র সম অর্থাৎ ব্যর্থ ও মুল্যবিহীন।

৩। ভোগরত জিহ্বার ব্যর্থতা—

কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণ-গুণ-চরিত
সুধাসার-স্বাদ-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ—২।৩২)

শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত যা কেবলমাত্র সুকৃতির দ্বারা লাভ করা যায় এবং কৃষ্ণ নাম, রূপ গুণাদি যে রসনা বা জিহ্বা গ্রহণ করে না, সেই জিহ্বা ভেকজিহ্বা সদৃশ।

৪। ভোগরত নাসিকার ব্যর্থতা—

মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ—২।৩৩)

যে নাক দিয়ে ভগবানের পাদপদ্মের ঘ্রাণ নেওয়া হয় না, সেই নাক ভস্ত্রার ন্যায় নিস্পৃহ।

৫। ভোগরত চর্মের ব্যর্থতা—

কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক্ ছারখার,
সেই বপু লৌহ-সম জানি ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ—২।৩৪)

যে চর্ম কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, সে চর্ম বৃথা।

যে মুখ হরিগুরুবৈষ্ণব গুণকীর্ত্তনে বিমুখ, সেই মুখ বৃথা। যে হস্ত হরিমন্দিরাদি মার্জন করে না, সে হস্ত বৃথা। যে পদদ্বয় কৃষ্ণতীর্থে গমন, সাধুসঙ্গ লাভের জন্য সাধুর কাছে গমন ও অনুগমন করে না, সেই পদদ্বয় বৃথা। এইরূপে যাবতীয় দেহ ইন্দ্রিয় হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার্থেই দেহরক্ষা প্রয়োজন বোধে যিনি দেহকে আশ্রয় গ্রহণ করে না, তা হলে তার সবই বৃথা।

যে লেখনী কৃষ্ণ ও তৎভক্তগণের গুণচরিত বর্ণন করে না, সে লেখনী বৃথা। যে গৃহ বৈষ্ণবগণের পদরজের দ্বারা অভিষিক্ত নয়, সেই গৃহ শ্বশান সদৃশ বৃথা। যে গ্রাম, যে দেশ, যে মহাদেশ, যে ব্রহ্মাণ্ড শ্রীচৈতন্যমনোঽভিষ্ট প্রচারকবর শ্রীআচার্য্যপাদের পাদপদ্ম রাগে রঞ্জিত হয় না, তার সমস্তই বৃথা।

যে মস্তক, যে অঙ্গ শ্রীবৈষ্ণব পদরেণু ভূষণে ভূষিত হয় না, সে মস্ত ও অঙ্গ বৃথা। অর্থাৎ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা বিহীন, সম্বন্ধবিহীন এই জড়জগতের যদি কিছু থাকে, তবে তা সবই বৃথা। আমরা হরিসেবা বিহীন হয়ে যে কালাতিপাত করি, তাতেও এই মানবজীবনটা বৃথা। সুতরাং হরিসেবা বিনা সকলই বৃথা।

গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শততম বর্ষপূর্তি তিরোভাব তিথি পালনোপলক্ষ্যে পুরীধামস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে দ্বিদিবসীয় আলোচনাসভা ও রথযাত্রাদি দর্শন

শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, (সহসেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামীপাদের আনুগত্যে ও পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে গত ২৪।৬।২০১৪ তাং প্রাতঃকালে মিশনের হেড অফিস বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ২টি রিজার্ভ বাসে উড়িষ্যার বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শনার্থে মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয় মাধব মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর সন্ত মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তি

নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

বৈভব পর্যটক মহারাজত্রয়ের নেতৃত্বে বালেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করেন, তৎপূর্বে অর্থাৎ ২২।৬।১৪ তাং মধ্যাহ্নে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব Car যোগে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে সন্ধ্যায় মিশনের অন্যতম শাখা বালেশ্বর জেলার রেমুনাস্থিত শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করিলে তথাকার মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব বোধয়ন মহারাজ শ্রীল গুরুদেবকে যথারীতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। তীর্থদর্শনেচ্ছু বাস যাত্রীগণ উক্ত দিবস সাড়ে ১১ ঘটিকায় শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন এবং তথাকার ভক্তগণ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের রেমুনা মঠে শুভবিজয়োপলক্ষে গুরুপূজার অনুষ্ঠান করিলে মধ্যাহ্নে প্রায় আট শতাধিক ভক্ত মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। অপরাহ্নকালে তীর্থদর্শনার্থী যাত্রীগণ ও বৈষ্ণবগণ রেমুনাস্থিত শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শনে গমন এবং দর্শনান্তে তথা হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠাভিমুখে যাত্রা করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব তথা হইতে Car যোগে অপরাহ্নে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ তিথি পালনোপলক্ষে এবং তত্রস্থ সুসংস্কৃত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব উপলক্ষে দ্বিদিবসীয় আলোচনা সভায় যোগদানের জন্য যাত্রা করেন।

কটকস্থিত মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নামে পরিচিত মঠের শ্রীমন্দিরটি বহুদিন জরাজীর্ণ হওয়ায় উক্ত মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিআশয় অকিঞ্চন মহারাজের প্রচেষ্টায় সুসংস্কৃত করা হয়। তদুপলক্ষে ২৪।৬ ও ২৫।৬ তাং অপরাহ্নকালে উক্ত মঠের সুসজ্জিত মঠ প্রাঙ্গণ তথা নাট্যমন্দিরে আয়োজিত সভায় ভক্তগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদাবলী কীর্ত্তন করেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব রেমুনা হইতে কটক মঠে শুভ পর্দার্পণ করিলে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিআশয় অকিঞ্চন মহারাজ পুষ্প মাল্যাদি

অর্পণের মাধ্যমে শ্রীল গুরুদেবের যথাযথ অর্ভ্যথনা করেন। অতঃপর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের সন্ধ্যা আরতি এবং শ্রীবিগ্রহগণের আরতি অন্তে মঠের নাট্যমন্দিরের সুসজ্জিত সভায় মিশনের সহসেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ সন্ন্যাসী মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিআশয় অকিঞ্চন মহারাজ উৎকল ভাষায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবদান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। অতঃপর মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ হিন্দী ভাষায় শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনাদর্শ বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত রাত্রি সাড়ে ৯ ঘটিকায় রেমুনা হইতে রিজার্ভ বাসদ্বয়ের যাত্রী ও ভক্তগণ কটকমঠের দ্বিদিবসীয় ভক্তিবিনোদ স্মারক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। রাত্রিকালে প্রায় পাঁচশতাধিক ভক্তকে বিচিত্র প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

স্মারক অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিবস ২৫।৬।১৪ তাং শ্রীমঠে ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকেই যথারীতি উষাকীর্ত্তন, শ্রীগৌরবিনোদরমনজীর মঙ্গল আরতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে পরমারাধ্যতম শ্রীলগুরুদেব কর্ত্তৃক বিগ্রহগণের নীরাজনের পর ভক্তগণ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে বর্ণাঢ্য নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় বর্হিগত হইয়া শহরের বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করিতে থাকেন। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার দুই সারিতে মঙ্গল ঘটসহ মহিলা ভক্তগণ, Band Party, তৎপরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশাল আলেখ্য ও শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য মটরযানে, তৎপরে কীর্ত্তনকারী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ চতুর্ভুজ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ভুবনমোহন ব্রহ্মচারী উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করিতে থাকেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবও সুসজ্জিত Car-এ কীর্ত্তনের সঙ্গে যাত্রা করেন। বেলা সাড়ে ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীল গুরুদেব শ্রীবিগ্রহত্রয়কে স্পর্শ করেন এবং শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয় মাধব মহারাজের ব্যবস্থাপনায় শ্রীপাদ ভক্তিআশয় অকিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ পুরাতন গৃহ হইতে পহাণ্ডী বিজয় করাইয়া সুসংস্কৃত শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করান। অতঃপর শ্রীবিগ্রহগণের চতুর্বিধ উত্তম উত্তম ভোগ সামগ্রী নিবেদনান্তে আরত্রিকাদি কীর্ত্তনাদি এবং শ্রীমন্দির পরিক্রমাদি অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে সহস্রাধিক ভক্তসজ্জনকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়। সুসংস্কৃত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ উৎসবান্তে পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ উক্তদিবস মধ্যাহ্নেই কটক মঠ হইতে পুরীধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি উৎযাপন মানসে যাত্রা করেন। তীর্থদর্শনার্থী যাত্রীগণ পূর্বোক্ত মহারাজগণের পরিচালনায় দুটি বাসযোগে কটক হইতে মধ্যাহ্নে যাত্রা করিয়া কন্টিল্যস্থিত শ্রীনীলমাধবজীর দর্শনার্থে গমন করেন এবং ভক্তগণ তথায় নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিতে থাকেন এবং মনোরম শ্রীনীলমাধব বিগ্রহ দর্শন প্রণতি, স্তব ও স্তুতি করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ তথাকার স্থান মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে ''উক্ত নীলমাধব বিগ্রহই পরবর্তীকালে উড়িষ্যার রাজা শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন ও রানী শ্রীমতী গুণ্ডিচা দেবীর প্রেম সেবায় বশীভুত হয়ে দারুব্রহ্মরূপে অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও

আসামের মহামান্য রাজ্যপাল সস্ত্রীক শ্রীজানকীবল্লভ পট্টনায়ক এবং মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সেবাসচিবসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

সুভদ্রা রূপে দর্শন দেন এবং কৃপাপূর্বক তাদের সেবাগ্রহণ করেন'' এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাষণ দেন। তথা হইতে যাত্রী ও ভক্তগণ পুরীধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠাভিমুখে যাত্রা করিয়া ঐদিন রাত্রি ১০-টায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠের দ্বিদিবসীয় অনুষ্ঠান ও রথযাত্রা দর্শনার্থে পৌঁছান।

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব Car যোগে কটক হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় পুরী মঠে শুভবিজয় করিলে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ গজেন্দ্রউদ্ধারণ দাস মাল্যাদি অর্পণ দ্বারা শ্রীল গুরুদেবকে স্বাগত জানান।

গত ২৬।৬।১৪ তাং গৌড়ীয় মিশনের মূল পুরুষ শ্রীলসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শততম তিরোভাব তিথির অধিবাস দিবস। পুরীধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে যথারীতি উষাকীর্ত্তন, আরতি, পরিক্রমা এবং গুরুবর্গের

আরতি কীর্ত্তন ও মন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীমঠ হইতে সকাল সাড়ে ৬ টায় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেবকে অগ্রণী করিয়া বিশাল বর্ণাঢ্য নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা রওনা হইয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিক্রমান্তে স্বর্গদ্বার এবং সমুদ্রপথ হয়ে মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় ১৫০০ ভক্তসজ্জন এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। মহিলা ভক্তগণ শঙ্খধ্বনি, আসামদেশীয় মহিলাগণ কলসসজ্জা, সম্বলপুরী বাদ্য, মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর ও ঘন্টা বাদন এবং সংকীর্ত্তনরত সন্ন্যাসী ভক্তগণের বিপুল উৎসাহে শ্রীক্ষেত্রের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা মঠে প্রত্যাবর্তনের পর বাল্যভোগের প্রসাদ সেবনান্তে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত সুবিশাল ও সুসজ্জিত

বসে আঁকো প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

মঞ্চে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শততম তিরোভাব তিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পূর্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় বিদ্যার্থী বালক বালিকাদের ''শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি প্রতিযোগীতা'' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মিশনের অনুগত শিষ্য ও শিষ্যাগণের পুত্রকন্যাগণ অংশগ্রহণ করেন এবং ১৫জন কৃতী অংশগ্রহণকারী সহজসরলভাবে ভক্তিবিনোদগীতি আবৃত্তি করে সভাস্থ শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করেন। অতঃপর মিশনের ব্রহ্মচারীগণ ''শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবদান ও আদর্শ'' বিষয়ে ভাষণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বক্তৃতার সময় ৫মিনিট নির্ধারণ করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতার বিচারক রূপে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সহসেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ ও প্রবীণ প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ আসন অলঙ্কৃত করেন। অতঃপর মধ্যাহ্নকালে শ্রীবিগ্রহগণকে উত্তম ভোগরাগ নিবেদন ও আরত্রিকান্তে বিচিত্র মহাপ্রসাদ ভক্তগণ সেবন করেন।

সান্ধ্য অধিবেশনে আয়োজিত মঠ প্রাঙ্গণে অপরাহ্ন সাড়ে ৩টায় সুবিশাল সভায় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের পরিবেশনায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ রচিত কল্যাণ কল্পতরু, গীতাবলী ও গীতমালার কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় আসামের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ পট্টনায়ক উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ, সম্মানীয় অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মহামান্যা শ্রীমতী জয়ন্তী পট্টনায়ক Ex M.P. শ্রীজগন্নাথ তিরুপতি সদাশিব সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ডঃ হরেকৃষ্ণ শতপথী ও মুখ্য বক্তা রূপে নিউদিল্লীস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবিচার বিষ্ণু মহারাজ প্রমুখ অতিথি তাঁদের সারগর্ভ ভাষণের দ্বারা সভার ঔজ্জ্বল্য বিধান করেন।

মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় সস্ত্রীক এবং অতিথিবৃন্দ মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন। তৎপরে মঠস্থিত সুসজ্জিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্যতে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করেন। পাটনা গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ধরণীধর দাস ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ অতিথিবৃন্দকে মাল্যাদি দ্বারা সম্মানিত করেন।

মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ পট্টনায়ক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোক অবলম্বনে ভাষণ দেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব আশীর্বাণী সূচক হরিকথা পরিবেশন করেন।

অতঃপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী ডঃ চিত্তরঞ্জন সাহানী মহোদয় শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রণীত গীতগোবিন্দের 'শ্রিত কমলা কুচ মণ্ডনং' কীর্ত্তন অবলম্বনে অভূতপূর্ব ওড়িশী নৃত্য পরিবেশন দ্বারা দর্শকগণের চিত্ত আকর্ষণ করেন। অতঃপর পদাবলী কীর্তনান্তে সভা সমাপ্তি হয় ও ১৫০০ সজ্জনগণকে প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

২৭।৬।১৪ তাং শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

শততম তিরোভাব তিথি পূজা বাসরে শ্রীমঠে যথারীতি ঊষাকীর্তন, শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারতি, শ্রীমন্দির পরিক্রমা এবং শ্রীগুরুবর্গের আরতী কীর্তনান্তে বাল্যভোগের প্রসাদ সেবনান্তে মঠে আয়োজিত বিশাল এবং সুসজ্জিত মঞ্চে পূর্বাহ্নকালীন অধিবেশনে কৃষ্ণনগরস্থিত শ্রীকুঞ্জকুটীর গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয় মাধব মহারাজ মায়াপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় সংঘের অর্থাৎ শ্রীপাদ সাধু মহারাজ, মিশনের সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, ভদ্রক শ্রীরাধামোহন গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য শ্রীপাদ ত্রিবিক্রিম মহারাজ, দিল্লী গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিদীপক শ্রীধর মহারাজ, পুরীস্থিত গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের Vice President শ্রীপাদ বামন মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

বসে আঁকো প্রতিযোগিতার একটি অঙ্কন দৃশ্য

ঠাকুরের অবদান বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন, পরিশেষে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্য দয়ার কথা প্রাঞ্জলভাবে পরিবেশন করেন। অতঃপর মধ্যাহ্ন ভোগ আরতির পর ২০০০ ভক্তকে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

অতঃপর অপরাহ্নকালীন অধিবেশনে উক্ত সভায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবদান প্রসংগে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলা, উড়িষ্যা, বোম্বে, বিহার ও বাংলাদেশ থেকে আগত গৃহস্থ ভক্তগণ ৫মিঃ সময় সীমার মধ্যে নিজ নিজ অনুভূতির প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেন। প্রায় ২০ জন ভক্ত উক্ত প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেন। বিচারকরূপে শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয় মাধব মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ আসন অলংকৃত করেন। অতঃপর পূর্বকার অদ্যকার প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, স্থানধিকারীদের মিশনের তরফ হইতে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করা হয়।

উক্ত দিবস অপরাহ্নকালীন সান্ধ্য অধিবেশনে উক্ত সুসজ্জিত মঞ্চে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনের পর প্রয়াগ ধামস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তি আচার অবধূত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সম্পাদক, গৌড়ীয় মিশন, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন সাধু মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ, আলালনাথ, শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ অধ্যক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠ, ভুবনেশ্বর প্রমুখ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্তগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ভাষণ দান করেন।

অতঃপর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব স্বীয় করকমলে সম্বৎসর যাবৎ শ্রীল ভক্তিবিনোদ গীতি যথা শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, গীতমালা, মনঃশিক্ষা, নামাষ্টক, শিক্ষাষ্টক ও দশমূল শিক্ষা বিষয়ক যে ৫টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছে উক্ত পরীক্ষার্থীগণের কৃতি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তদের শংসাপত্র প্রদান করেন।

প্রথম ১০ জন কৃতী পরীক্ষার্থীদের নাম নিম্নরূপ—

১। শ্রীপাদ সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)
২। শ্রীমতি মনিমঞ্জরী দাসী (ঐ)
৩। শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ (ঐ)
৪। শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ (ঐ)
৫। শ্রীমতি কমলা দাসী (ঐ)
৬। শ্রীমতি অম্বীকা দাসী (ঐ)
৭। শ্রীমতি কৃষ্ণা দাসী (ঐ)
৮। শ্রীতিতিক্ষব কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (ঐ)
৯। শ্রীমতি রুক্মিণী দাসী (গোদ্রুম)
১০। শ্রীমতি উত্তরা দাসী (মুম্বাই)

উক্ত ৫টি পরীক্ষার মধ্যে যাঁরা ৩টি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়াছে তাঁদেরকেও প্রশংসাপাত্র পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উড়িষ্যা নৃত্যকলা বিশারদ ডঃ চিত্তরঞ্জন সাহানী এবং তার দলের শিল্পীগণ বহুক্ষণ যাবৎ অদৃষ্টপূর্ব নৃত্যকলা পরিবেশন করেন। *(ক্রমশঃ)*

একটি তুচ্ছ ঘটনা

কৃষ্ণা দাসী (কলকাতা)

গেরুয়া বসন পরা একদল নর্ত্তক গায়ক বৈষ্ণব বড়ই সমধুর সুরে প্রভাতে পথে পথে গেয়ে চলেছেন—''গাওত কলিযুগ-পাবন নাম। ভ্রমই শচীসুত নদীয়া ধাম।'' সুরের রেশটা সদ্য স্নাত দেহমনে বিস্তার করল। মন কেবলই বলতে লাগল ''গাওত কলিযুগ পাবন-নাম।'' এই কলিযুগের পাবনকারী শ্রীনাম গেয়ে আমাদের বঙ্গীয় সমাজের শচী-পিসির ছেলে নিমাই পণ্ডিত ভাবভোরে সকলকে ভক্তিরসে সিঞ্চিত করেছেন। এই নামকে জানার বড়ই আগ্রহ হল। কম্পিউটার ইন্টারনেট ঘাটতে বসলাম, ধুয়া ধরা লাইনটা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। খানিকক্ষণ বাদে উত্তর পেলাম গান বা কীর্ত্তনটি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখা, যার এই বছর তিরোধানের শতবর্ষ চলছে। আগ্রহে সেই মানুষটির সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সম্বলিত ডকুমেন্টরী দেখে ফেললাম। এদিকে মনে কেবলই হচ্ছে গাওত কলিযুগ পাবন নাম।'

কলিযুগ কি? আর এর থেকে পরিত্রাণকারী নামই বা কি? ছুটির দিন বেলা ১০টা, ফ্ল্যাটের কলিং বেলটা হঠাৎ বেজে উঠল। অন্যমনস্ক মনটা নিয়েই দরজা খুলে দেখলাম বয়সে তরুণ একটি ছেলে অরুণবসন পড়ে দাঁড়িয়ে, আবেদন জানাল ১০ মিনিট সময় দিতে। আনমনেই আবার রাজী হয়ে গেলাম। তাকে ভেতরে ঢোকানোর কোন বাধা মন মানতে চাইল না। সামনের সোফাতে তাঁকে বসতে বলে ভাল করে তাকালাম তার দিকে, তাঁর শান্ত, তীক্ষ্ণধী মুখখানি সরলতায় ভরা। মনে পড়ে গেল সকালের সেই ধুঁয়া ভ্রমই শচীসুত নদীয়াধাম।' যাহোক এবার বললাম,-বলুন কি বলবেন।

ঋজুভঙ্গীতে বসা ছেলেটি এবার বলতে আরম্ভ করল, আমরা জগদ্‌গুরু ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবক। বর্তমানে আমরা এই অঞ্চলে শ্রীমন্‌চৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নাম প্রচারে বহির্গত হয়েছি। আপনার জীবনে অমূল্য সময়ের দশটা মিনিট আমি নিয়ে কলিযুগপাবন নাম সম্পর্ক কিছু বলতে চাই। মনে মনে বলে উঠলাম যা খুঁজছিলাম। মনটা যেন ভগবানের দয়ার প্রতি বিনত হয়ে উঠল। এবার ছেলেটি না বলেই সাধুই বলছি, তিনি বলতে লাগলেন—

'নাম চিন্তামনিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশ্রদ্ধোনিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥''

এই নাম আপনার মনে একবার প্রবেশ করলে আপনার মন কৃষ্ণ চেতনায় ভরপুর হয়ে উঠবে। এই শ্রীনাম বৈকুণ্ঠ বস্তু পরম স্বতন্ত্র। স্বপ্রকাশ তত্ত্ব বলে নামের প্রভাব প্রকটন বিষয়ে কোন বিধির অপেক্ষা নেই। আপনি যখন খুশী এই নাম উচ্চারণ করতে পারেন। শ্রীবিগ্রহ সেবার মত এর কোন বিধিনিষেধ নেই। এই নাম করলেই জীবের সংসার মোচন তো হয়ই নিত্য আনন্দেও সে মেতে যায়। এই বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ যেখানে কোন কুণ্ঠা নেই, সেই বৈকুণ্ঠ ব্যাপারে নাম-নামীর মধ্যে কোন হেয়তা বা ভিন্নতা নেই। তবে শ্রীনাম মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুইপ্রকার—যেমন ব্রহ্মা, পরমাত্মা, জগন্নাথ প্রভৃতি গৌণনাম আর যশোদানন্দন, দামোদর, রাধাকান্ত প্রভৃতি মুখ্য নাম। নাম রসিক ভক্তগণ নিজ নিজ অধিকারে রস বিচারে নাম, রূপ, গুণ, লীলা অনুসারে নাম করতে পারেন। নামের সংকীর্ত্তনে সর্ব উপাদেয়তা আছে। মনে মনে বললাম—সে তো সকাল থেকেই বুঝতে পারছি, নাম একে-বারে 'মরমে পশিল গো'। তিনি আরো বললেন, অন্য অভিলাষশূণ্য, জ্ঞানকর্মদ্বারা অনাবৃতহৃদয়ে অনুকূল ভাবের সঙ্গে শ্রীনাম করলে শুদ্ধনাম হয়। শ্রীনামভজনে সর্বেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণে প্রেমের উদয় হয়। নিরপরাধে নাম গ্রহণে প্রেমধন লাভ হয়। দেখুন ব্রজে ষড়্ গোস্বামী সব ছেড়ে যমুনা তটে কেবল নামভজন করছেন আর তাদেরই সেই পরশ-পাথর পেয়ে লোকটি জাগতিক সব ধন তুচ্ছ মনে করে চাইলেন—''যেধনে হইয়া ধনী মণিরে না মানো মণি তাই আমি মাগি নত শিরে।'' শ্রীনাম সকলকেই এই অপ্রাকৃত ধনে ধনী করে দেন। তবে কি জানেন জীব ভগবানের তটস্থা শক্তির পরিনাম। একটি দিকে ভগবানের মায়িক শক্তি তাকে বিভিন্ন প্রকার দৈহিক সুখ দিয়ে আকর্ষণ করছে, অপর দিকে ভগবান সুমধুর মুরলী ধ্বনিতে লীলা বিলাস করে আকর্ষণ করছে। জীব বুঝতে পারে না কোন দিকে যাওয়া উচিত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জীব দৈহিক লোভে পড়ে মায়ার আকর্ষণে জগতে ছুটে আসে। কিন্তু ভগবৎ শক্তি মায়া তার দৈহিক সুখের লোভ দেখে তাকে ত্রিতাপে জর্জ্জরিত করেন। সে ত্রাহি

ত্রাহি করে সাধুসঙ্গে শ্রীনাম ভজন করে নিষ্কৃতিপায়। তবে সকলে শ্রীনামের ভজন করতে না পারলেও নামাভাস হয়। আচ্ছা আজ আমি উঠি, আপনার অমূল্য সময়ের কিছুটা আমাকে দিলেন বলে আমি কৃতার্থ। প্রয়োজনে কোলকাতাতে বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসতে পারেন।

এতক্ষণ আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত হতবাক ছিলাম। হঠাৎ যেন এই কথায় সম্বিৎ ফিরল, বললাম এই নামাভাস বলে যে শব্দটি বললেন সে সম্পর্কে যদি কিছু বলেন। তিনি হেসে বললেন বেশতো, আমরা প্রভুর আজ্ঞায় প্রচারে বেড়িয়েছি আর আপনার জিজ্ঞাসার উত্তর দেব না? শুনুন তবে,—

বৈকুণ্ঠ নাম ও মায়িক নামের মধ্যে তাই জীবের একটা তটস্থ ভাব আছে। এই মধ্যবর্তী স্থানেই নামাভাস অবস্থিত।

এই আভাস আবার দুরকম-স্বরূপাভাস ও প্রতিবিম্বাভাস। স্বরূপ আভাসে বস্তুর পূর্ণকান্তি সঙ্কোচিত ভাবে প্রকাশিত হয়, আর প্রতিবিম্বাভাসে বস্তুর স্বরূপের বিকৃতি মাত্র অন্য আকারে উদয় হয়। জীবের স্বরূপভাসে শুভফল লাভ হয় কিন্তু মায়াবাদহ্রদে পতিত অর্থাৎ যার হৃদয় মায়াবাদ দ্বারা আচ্ছাদিত তার হৃদয়ে প্রতিবিম্বাভাস উদিত হলে মুক্তিলাভ হয় কিন্তু চরমফল প্রেমলাভ হয় না।

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে লিখেছেন—

‘নামাভাস হইলে বিলম্বে হয় হিত ॥
নামাভাস হইলেও অন্য শুভ হয়।
প্রেমধন কেবল বিলম্বে উপজয় ॥
নামভাসে পাপক্ষয়ে শুদ্ধ নাম হয়।
তখনই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লভয়ে নিশ্চয় ॥

নামাভাসে মোক্ষ লাভ হয় বা সুকৃতি হয়। এই নামাভাস আবার চার প্রকার সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হে লা। তবে কি জানেন যতদিন সম্বন্ধ তত্ত্বের জ্ঞান জীবের না হয় ততদিন একমাত্র নামাভাসই জীবের আশ্রয়। নাম সাধক গুরুপদাশ্রয় করে অবিদ্যার মেঘ যদি ভজননৈপুণ্যে কাটিয়ে উঠতে পারে তবেই সে নামরূপদিবাকরের দর্শন পেয়ে প্রেমলাভ করে। তবে অবশ্যই নামাপরাধ না থাকলে।

বললাম এই নাম অপরাধের কথা আগেও বললেন কিন্তু এর স্বরূপ কি? উনি বললেন সাধুব্যক্তির নিন্দা বা অসাধুকে সাধু জ্ঞান বা সাধুকে অসাধুজ্ঞান দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে প্রথম অপরাধ। নিন্দা অর্থে দ্বেষ বা দ্রোহকেও বোঝায়। কোন কারণে হঠাৎ যদি সাধুবৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয়ে যায় তার থেকে পরিত্রাণের উপায়টা আগে বলে নিই। অপরাধী ব্যক্তি অনুতপ্ত হবেন। কাঁটা যেমুখে ঢোকে সেই মুখেই বার হয় বলে অনুতপ্ত ব্যক্তি যার কাছে অপরাধী তাকে প্রণামাদি করে প্রসন্ন করার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ যেরকম আচরণে তিনি প্রসন্ন হন সেইরকম আচরণ করবেন। বহুদিন ধরে করে তাতেও যদি প্রসন্ন না হন বা অপরাধের নিতান্ত গুরুত্ব বশতঃ তার থেকে যদি নিস্তার না হয়, তার ক্রোধের নিবৃত্তি না হয়, তাহলে অনুতপ্ত হৃদয়ে সব ছেড়ে নিরন্তর কেবল নামভজন করতে হবে। যেহেতু নামাসংকীর্ত্তন মহাশক্তিধর, অবশ্যই তিনি কেননা কোন কালে উদ্ধার করবেন।

কিন্তু সাবধান! যদি মনে করেন নামবলেই নামপরাধ-যুক্ত ব্যক্তির অপরাধ মোচন হয় অর্থাৎ নামাপরাধ যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্’’—এইপরম উপায় যখন তাহাতেই আছে তখন ঐসাধুর পদতলে নিজস্বতা বিসর্জন কেন দেব তাহলে কিন্তু অপরাধের ক্ষয় হবে না বরং ‘নাম বলে পার’ এই প্রবৃত্তির জন্য অন্য প্রকার নাম অপরাধের উদ্ভব হবে।

আবার যদি মনে হয় কৃপাল, অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু (সর্বদ্রোহী প্রতি সহিষ্ণু) প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই শাস্ত্রে সাধু বলে নির্দ্দেশ করেছেন সুতরাং তাদের নিন্দা করলেই অপরাধ হয় কিন্তু যাদের ঐ সব গুণনই তাদের নিন্দাতে অপরাধও নেই, তাতেও বিচার আছে। সর্বাচারাবিবার্জিত শঠবুদ্ধি ব্রাত্য জগদ্বঞ্চক লোকও যদি ভগবদ্ভজন পরায়ণ হয় তাহলে তারা কিন্তু অবশ্যই সাধু। সেই ভক্ত দুরাচারী হলেও তার ভক্তত্ব নিষিদ্ধ নয়। সুতরাং তিনি সাধু।

শাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে যদি কেউ কোন মহাভাগবতের কাছে ভীষণ অপরাধ হয়েছে অথচ সেই মহাভাগবত নিজ ক্ষমাশীল স্বভাব বশে তার প্রতি রাগ করেন নি, তাও অপরাধ ব্যক্তি নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর অনুবর্তন করবেন। যেহেতু মহাপুরুষের পদধূলি পাবনকারী যেমন, তেমন দুর্জনকৃত অপরাধও সহ্য করে না। অর্থাৎ সাধু স্বয়ং দুর্জনকৃত অপরাধ গ্রহণ না করলেও তাঁদের পদধূলি অপরাধীর অপরাধ সহ্য করে না। অর্থাৎ অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত অপরাধের উচিত ফল দান করেন।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন নিগুঢ় কারণবশতঃ বা

বিনাকারণে কৃপাদৃষ্টি পাতে সমর্থ স্বতন্ত্রভাবসম্পন্ন মহাভাগবত দেখা যায়, যে তিনি কাউকে কৃপা করলেন, যদিও তিনি অত্যাচারিত। যেমন মহাভাগবৎ ভরত মহারাজ রহুগণকে বা শ্রী নিত্যানন্দ মাধাইকে কৃপা করেছেন। এই নিন্দাগুলি গুরু অবজ্ঞাজনিত নামাপরাধের বিষয়। সাধু নিন্দা নয়।

এবার বলি সাধু বলতে কি বোঝায়, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অসংস্কৃতজ্ঞ লোকের জন্য সহজবোধ্য বাংলাভাষায় এবং মনে রাখার সুবিধার জন্য ছন্দাকারে লিখে গেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ অধ্যায়ে উদ্ধবকে যা বলেছেন, তা হল—

দয়ালু সহিষ্ণু, সম, দ্রোহ শূন্যব্রত
সত্যসার, বিশুদ্ধাত্মা, পরহিতে রত ॥
কামে অক্ষুভিত বুদ্ধি, দান্ত, অকিঞ্চন।
মৃদু, শুচি, পরিমিতভোজী, শান্তমন।
অনীহ, ধৃতিমান, স্থির, কৃষ্ণৈকশরণ।
অপ্রমত্ত, সুগম্ভীর, বিজিত ষড়্গুণ ॥
অমানী মানদ, দক্ষ, অবঞ্চক, জ্ঞানী
এইসব লক্ষণেতে সাধু বলি জানি ॥

তবে সাধুর স্বরূপ লক্ষণ হল, তিনি হবেন 'কৃষ্ণৈকশরণ', অন্য সকলগুণ হল তটস্থ। জীবের কোন-রকম ভাগ্যফলে যদি সাধুসঙ্গে থেকে শ্রীনামে রুচি হয় এবং শ্রীকৃষ্ণপদাশ্রয়ে যদি লালসা জন্মায় তবে তা জানতে হবে সাধুর স্বরূপ লক্ষণেরই ফল ফলল। আর সুমধুর কৃষ্ণ নাম গাইতে গাইতে তটস্থলক্ষণ সব উপস্থিত হয়। গৃহীসাধু বিষয় ভোগ করেন অনাসক্ত হয়ে। তিনি অন্তরে ভক্তি নিষ্ঠা করে বাইরে লৌকিক ব্যবহার যথা-যোগ্য করেন। মর্কট বৈরাগ্য দেখান না। তার গৃহত্যাগী সাধু হবেন তিনিই যিনি গ্রাম্যকথা শোনেন না বা বলেন না এবং ভাল খাওয়া পরা ত্যাগ করে অমানী, মানদ হয়ে সর্বদা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করবেন, মানসে ব্রজে রাধা-কৃষ্ণের সেবা করবেন। *(ক্রমশঃ)*

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

গৌড়ীয় মিশন (বাগবাজার) কর্ত্তৃক দক্ষিণ ২৪ পরগণাস্থিত, জয়নগর থানাস্থিত বেলেদুর্গানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে ২০শে জুলাই, রবিবার ২০১৪ বেলা ১২ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ৫.৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত এক নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

অনুষ্ঠিত হয় । ঐদিন নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র-দুঃখী আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় ১২৫ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয় ও বিনামূল্যে সকলকে ঔষধ বিতরণ করা হয় । কলকাতা E.N.T. বিশেষজ্ঞ ডঃ পি. আর. রায়চৌধুরী, (এম্. ডি) মহাশয় রোগীদের সুচিকিৎসা করেন। মিশন হতে শ্রীপাদ সুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকাশীনাথ দাসাধিকারী, পার্থ হালদার আদি সহযোগিতা করেন। এছাড়া বেলেডাঙ্গানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমানস মণ্ডল, সেক্রেটারী

শ্রীসুনীল কুমার মণ্ডল, সদস্যদের মধ্যে শ্রীমতি বিনতা মণ্ডল, শ্রীমতি বিমলা সরদারের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রামবাসীগণ মিশনের এই জনহিতকর কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

গৌড়ীয় মিশন পরা-বিদ্যাপীঠে সপ্তাহব্যাপী কর্মশালা উদ্‌যাপন

গত ৩রা জুলাই হইতে ৯ই জুলাই পর্যন্ত এক সপ্তাহ-ব্যাপী সময়কাল গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠের প্রায় অশীতি-বর্ষ-ব্যাপী ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সংযোজন করিয়াছে। ইহার মূল কারণ—ঐ সময়ে পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ

ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ''দর্শনের ভাষা ঃ প্রথম স্তর''—শীর্ষক এক কর্মশালার আয়োজন করা হইয়াছিল। গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের পবিত্র উপস্থিতি ও আশীর্বচনে ধন্য হইয়াছিল কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে, মিশনের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের কীর্তন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে। উদ্বোধনী

অনুষ্ঠানে গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ যোগদানকারী শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীদের এবং অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান। স্বাগত ভাষণে তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে বর্তমানের হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব জর্জরিত সমাজে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী ও আদর্শ-ই শান্তির পথ প্রদর্শন করিতে সক্ষম। কর্মশালায় শিক্ষনীয় বিষয়গুলির উপস্থাপনা করেন যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান, প্রফেসর পিয়ালি পালিত। বিষয়গুলি হইল—দার্শনিক বিশ্লেষণে ভারতীয় উপস্থাপন ১) জগৎঃ—পদার্থ/প্রমেয়; ২) বেদান্তের ভাষা—প্রকৃতি, সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য; ভাষাতত্ত্বে ভারতীয় নিদর্শন; ৩) নব্যন্যায়-অনুযায়ী সম্পর্ক ধারণা; নব্যন্যায় ভাষা নির্মানের প্রকৌশল ইত্যাদি।

ঐ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন অধ্যাপক নরনারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধিকর্তা, বৈদিক শিক্ষাসত্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী, দর্শন বিভাগের প্রধান, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক অয়ন ভট্টাচার্য, দর্শন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত এবং

অধ্যাপক শ্রীভাস্করনাথ ভট্টাচার্য, বৈদিক শিক্ষসন্ত্র, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কর্মশালায় পাঠ দানের দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমতী পালিত, ডঃ (শ্রীমতী) মিতা বন্দোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর ক্রিশ্চিয়ান কলেজের দর্শনের অধ্যাপিকা এবং ডঃ গঙ্গাধর কর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক।

কর্মশালার শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞানপত্র দান করেন শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ। ''দর্শনের ভাষা জানা থাকিলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশিত বৈষ্ণবধর্ম উপলব্ধি করা সহজ হইবে এবং তাঁহার জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-নির্বিশেষে প্রেমধর্মের প্রসারের সহায়তা হইবে''—সন্ন্যাসী মহারাজ তাঁহার ভাষণে জানান। অনুষ্ঠান শেষে পরাবিদ্যাপিঠ গবেষণাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত শ্রীপাদ ধরনীধর দাস ব্রহ্মচারী ধন্যবাদাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

Registered : KOL RMS/35/2013-2015

Date of Publication on 02/08/2014

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের নতুন প্রকাশন

গৌড়ীয় মিশন হইতে বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবত ১২টি খণ্ডে নূতন প্রকাশিত হইতে চলিতেছে। ইতিপূর্বে ৪র্থ, ৫ম, ১০ম (ব্রজলীলা), ১২শ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org